বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

পরশুরাম উপজেলা পরিষদ

ফেনী

প্রথম অধ্যায়

উপজেলার তথ্য অবকাঠামো আর্থ সামাজিক তথ্য

অবস্থান ও আয়তন

পরশুরাম উপজেলার আয়তন ৯৫.৭৬ বর্গ কিলোমিটার। এটি আয়তনের দিক থেকে ফেনী জেলার সবচেয়ে ছোট উপজেলা।[২] এ উপজেলা ২৩০ ১৩্ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১০ ২৬্ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। এ উপজেলার দক্ষিণে ফুলগাজী উপজেলা এবং পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম তিনদিকেই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া - এখানকার নদ-নদী।

ইতিহাস

উপজেলা সৃষ্টির সাথে সাথে এ পরশুরাম উপজেলা গঠিত হয়। তৎসময়ে ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। গত ২০০২ সালের ২৭ শে মার্চ পরশুরাম উপজেলা ভেঙ্গে ফুলগাজী উপজেলা গঠিত হওয়ায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে পরশুরাম উপজেলা। বিগত ১৯৮৩ সাল থেকে এ উপজেলার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কথিত আছে , অত্র এলাকায় জনৈক পরশুরাম চৌধুরী নামীয় একজন জমিদারের নামে পরশুরাম উপজেলার নামকরণ করা হয়।[৩]

ভাষা ও সংস্কৃতি

পরশুরাম উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলার তিন দিকে ঘিরে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। পরশুরাম উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে সন্নিহিত নোয়াখালীর ভাষার অনেকটা সাযুজ্য রয়েছে।

প্রশাসনিক এলাকা

পরশুরাম উপজেলায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ৩টি ইউনিয়ন রয়েছে। সম্পূর্ণ উপজেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরশুরাম থানার আওতাধীন।

পৌরসভা

- পরশুরাম

ইউনিয়নসমূহ

- ১নং মির্জানগর
- ২নং পরশুরাম (পরশুরাম ইউনিয়নের সম্পূর্ণ অংশ পরশুরাম পৌরসভার আওতাধীন হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম বর্তমানে বিলুপ্ত)
- ৩নং চিথলিয়া
- ৪নং বক্স মাহমুদ

স্বাস্থ্য

- সরকারি হাসপাতালঃ ০১ টি।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিকঃ ১৪টি ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র-২টি, পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র-২টি।

শিক্ষা

- খন্ডল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ।
- পরশুরাম সরকারি ডিগ্রি কলেজ
- পরশুরাম সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
- পরশুরাম ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল(ডিগ্রি) মাদ্রাসা
- খন্ডল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
- সুবার বাজার ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা
- শালধর ফাজিল(ডিগ্রি) মাদ্রাসা
- ধনিকুন্ডা হোসনেয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়

- সিরাজিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
- বক্সমাহমুদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
- গুথুমা চৌমুড়ী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
- কেতরাঙ্গা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
- বটতলা সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা।
- গুথূমা কেবি আব্দুল আজিজ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

অর্থনীতি

- হাট বাজারঃ ১১ টি।
- ব্যাংকঃ ০৬টি (সোনালী, কৃষি, অগ্রণী, জনতা ব্যাংক,ইসলামি ব্যাংক,সাউথ ইষ্ট ব্যাংক,এন সি সি ব্যাংক)[৩]

দর্শনীয় স্থান

- শমসের গাজীর দিঘি - সাতকুচিয়া, বক্সমাহমুদ ইউনিয়ন;
- জংলী শাহ-এর মাজার - উত্তর গুথুমা, পরশুরাম পৌরসভা;
- আবদুল্লাহ শাহ-এর মাজার - উত্তর গুথুমা, পরশুরাম পৌরসভা;
- বিলোনিয়া স্থল বন্দর - বাউরখুমা, পরশুরাম পৌরসভা;
- মালিপাথর বধ্য ভূমি, পরশুরাম, ফেনী।
- বিলোনিয়া রেলওয়ে জংসন-বিলোনিয়া,পরশুরাম, ফেনী।
- মহেশপুস্করনী রাবার বাগান।

উপজেলার আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ

পরশুরাম সদর উপজেলার আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মের সময় প্রচন্ড গরম এবং শীতের সময় এখানে প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়। উপজেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ৪০.৪১° সেন্টিগ্রেড, সর্বনিম্ন- ৬.৬২° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮৬০ মিলিমিটার।

পরশুরাম নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। উপজেলার কিছু অংশ নিচু এবং প্রতিরক্ষা বাঁধ না থাকায় অতি বর্ষনে এবং বন্যার সময় এক তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যায় প- াবিত হয়। পরশুরাম উপজেলায় মে মাস থেকে বর্ষাকাল শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দৈনিক হিসাবে বেশী দিন বৃষ্টিপাত হয়। নিম্নে বছরের মাসিক বৃষ্টির দিনের সংখ্যা দেওয়া হ'ল ঃ

ছক-১.১ ঃ পরশুরাম উপজেলায় বৃষ্টিপাত (বৃষ্টির দিনের সংখ্যা)-২০২০ এর চিত্র

জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
-	২	-	৩	৮	১২	১৪	১৬	১০	১০	-	-

উৎসঃ ডি,এ,ই ঈরশুরাম সদর।

ছক-১.২ ঃ পরশুরাম উপজেলায় ২০২০ সনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃমিঃ)

জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
-	১১	-	৬৬	১৩০	১৩৫	২২৬	২৩৫	১১১	২৮৪	-	-

উপরোক্ত তথ্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বৃষ্টিপাতের পরিমান হিসাবে মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাধিক।

ছক-১.৩ঃ পরশুরাম উপজেলার ২০২৩ সনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

এাস	ঈরশুরাম	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানু/২০	২৭	৫
ফেব্রু/২০	৩০	১০
মার্চ/২০	৩৭	১৪
এপ্রিল/২০	৩৯	২০
মে/২০	৪১	২৩
জুন/২০	৩৯	২২
জুলাই/২০	৩৭	২৫
আগষ্ট/২০	৩৭	২৫
সেপ্টে/২০	৩৫	২৫.৫
অক্টো/২০	৩২	২০
নভে/২০	২৮	১৫
ডিসে/২০	২৫	১০

উৎসঃ ডি ,এ ,ই পরশুরাম ।

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত এখানেও বছরের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ড় তাপমাত্রা সর্বাধিক থাকে এবং তারপর থেকে তাপমাত্রা কমতে থাকলেও অক্টোবর দিকে পুনরায় তাপমাত্রা বেড়ে যায়। যদিও ঐ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশী থাকে কিন্তু তাপমাত্রার উপর তার কোন প্রভাব থাকে না।

উপজেলার মানচিত্র

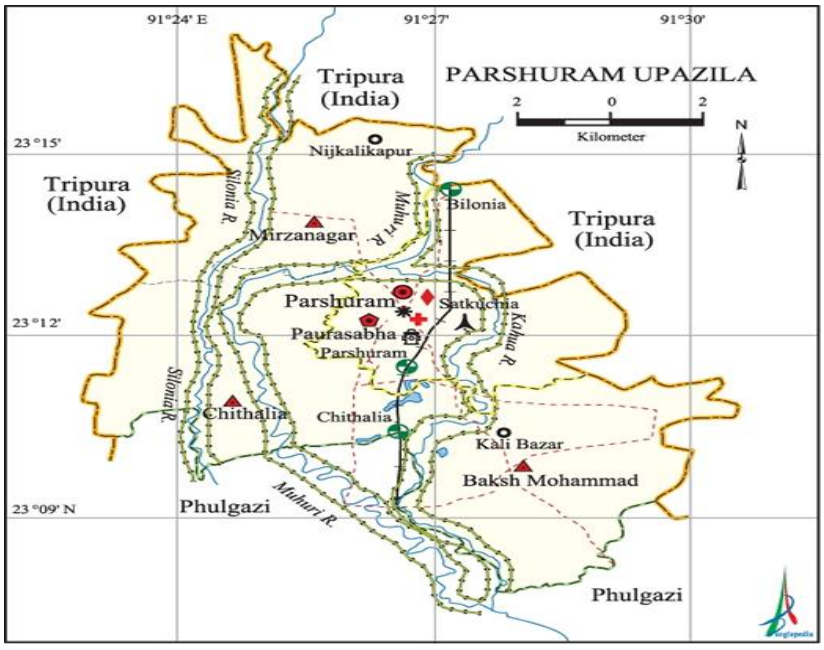

ছক ২.৪ ঃ পরশুরাম উপজেলার বিভিন্ন সালের আদমশুমারী তুলনামূলক চিত্র ঃ

উপরোক্ত ছকের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে পরশুরাম উপজেলা তার নিজস্ব জরীপ অনুযায়ী বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ২৪৯৫৩২, যার মধ্যে পুর"ষ ১২৭৮৮০ ও মহিলা ১২১৬৫২, পরিবার সংখ্যা ৪৪৩৫০, পরিবারের আকার ৪.৬, জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০১৪৩

/বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৪২%। অতি সম্প্রতি জাতিসংঘ জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ৩.৩%।

সুতরাং আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দেশের গড় নগরায়নের তুলনায় পরশুরাম পৌর এলাকার নগরায়নের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। পরশুরাম বিলোনিয়া স্থল বন্দর চালু এবং আধুনিকভাবে উন্নয়ন করা হলে পরশুরাম জেলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এছাড়াও পর্যটন,কৃষিখাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি ভিত্তিক মিল কারখানা, আম উৎপাদন ও সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্প, মৎস্যখাত উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা যায় যে, এখানে অদুর ভবিষ্যতে নগরায়নের মাত্রা উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পরশুরাম উপজেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয়ে নিম্নোক্ত গাণিতীক সুত্র অনুসরণ করা হয়েছেঃ

পদ্ধতি ঃ *পুর"ষ ও মহিলার অনুপাত = (পুর"ষ সংখ্যা ÷ মহিলা সংখ্যা) ঢ ১০০*

উপরোক্ত ছক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পুর"ষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৯ হতে ২০২০ এর মধ্যে ক্রমান্বয়ে কমছে এবং ২০২১. .জরিপ মতে, প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, এই অনুপাত ১০৫.১২। অর্থাৎ মহিলার সংখ্যা পুর"ষের তুলনায় কমছে।

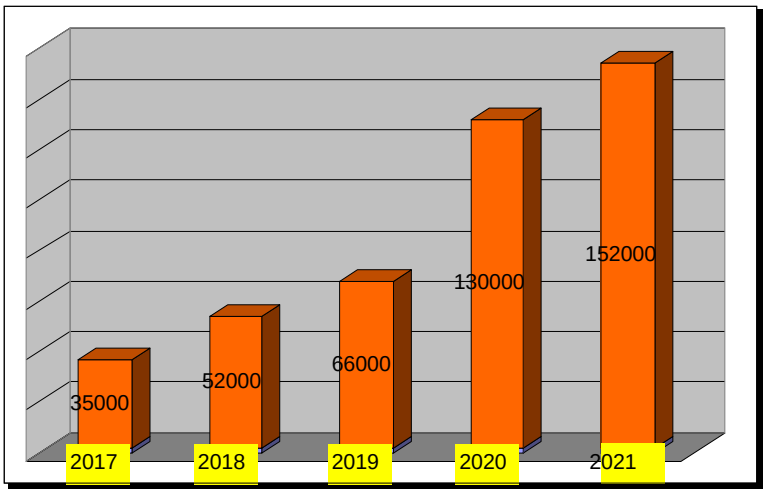

ছক-৪.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমান্বয় চিত্র

উপজেলার অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি

উপজেলার এলজিইডি'র আওতায় মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ঃ ৭১১ কিঃমিঃ <উপজেলা সড়ক- ৬৬.৬৫ কিঃমিঃ (কাঁচা- ৪৬.৩৯ কিঃমিঃ, পাকা- ২০.১৬ কিঃমিঃ, ইউনিয়ন সড়ক- ১১৭.৪২ কিঃমিঃ (কাঁচা- ৪৯.৯০কিঃমিঃ, পাকা- ৬৭.৫১ কিঃমিঃ, গ্রাম সড়ক- ৫২৭.২৬ কিঃমিঃ (কাঁচা- ৪৬০.০৬কিঃমিঃ, পাকা- ১৪০.৫৮ কিঃমিঃ>

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (**এলজিইডি) বিভাগের কর্মকান্ড**

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
এডিপি প্রকল্প (পিআইসি)	১৬টি	১০০%	১৬,০০,০০০/-	এডিপি
এডিপি (প্রকল্প টেন্ডার)	২২টি	১০০%	৫২,৮৮,০০০/-	ঐ
স্কুল নির্মাণ প্রকল্প (পিইডিপি-৩)	৩টি	৮০%	১,৫৬,১৩,৯১৮/-	পিইডিপি-৩
স্কুল (বড় ধরনের মেরামত প্রকল্প)	৪টি	১০০%	৯,২৫,১৬৮/৬৬	ঐ
স্কুল- (ঘববফ ইধংবফ)	৫টি	১০০%	৮,৩৭,৪২৮/৮০	ঐ

তথ্য সূত্র ঃ এলজিইডি

দ্বিতীয় -অধ্যায়

পরশুরাম উপজেলার বিভিন্ন উৎস্য হতে চলমান উন্নয়ন কার্য্যক্রম

পরশুরাম উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রণয়নকালে উপজেলায় ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যেখানে বিগত বছরের ও আগামী বছরের সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ ও বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেছে। পরশুরাম উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে পিইডিপি ৪ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করা হচ্ছে। একারনে উপজেলা পরিষদ তার অর্থায়নে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় সুপেয় পানি ও নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে বিধায় এই অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার জনস্বাস্থ্য খাতে কম বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বৃহৎ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে। একারনে উপজেলা পরিষদের অর্থ ব্যয় করে বড় সড়ক নির্মাণ না করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত , ড্রেন , প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ইউনিয়নের নাম		এলজিএসপি		১% ভূমি হস্তান্তর কর	
	অর্থ বছর	২০২১-২০২২	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২২-২৩
মির্জানগর	উন্নয়ন বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১৩.৮৪	১৫.২২	৩.১	৩.৪৯
চিতলিয়া		১৪.৫৬	১৪.৬২	২.২	২.১
বক্সমাহমুদ		১২.৮৯	১২.৪৮	২.৭৮	৩.১০
পরশুরাম		৮.৬৯	৮.৪১	২.৯০	২.৬৬

উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	রিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পে মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২	সম্ভ্যাব্য ববরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	পরশুরাম উপজোর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	পরশুরাম উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
পরিবার পরিকল্পনা	মাঠ পর্যায়ে গর্ভনিরোধক অস্থায়ী পদ্ধতি সেবা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় হতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ে গর্ভনিরোধক অস্থায়ী পদ্ধতি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২২- ২৩অর্থবছরে খাবার বড়ি (সুখী)-৯০,০০০ জন, খাবার বড়ি (আপন), ৩৪২১ জন, কন্ডম	পরশুরাম উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	০০	০০

		৭৬৭৫৪৩ জন, ইনজেকটেবলস ৮৭২০জন, কে সেবা প্রদান করা হয়েছে।				
প্রাণীসম্পদ	আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প	আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন			২০২০- ২১ হতে ২০২২- ২৩
মৎস্য	মৎস্য জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচ		
সমবায়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	এই উপজেলায় উপজেলার নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্যগণ সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রান্ড়িক সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। গত বছরে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	পরশুরাম উপজেলার নিবনন্ধিত সমিতির সদস্যদের	চলমান কর্মসূচী	১,০০,০০০	১,০০,০০০
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪৪৮ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্থা (ঋওউঅ) কর্তৃক ওএঅ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,৮২,২৯০	
সমাজসেবা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	২০২০-২১ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুদান প্রদান করা হয়েছে	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	-	-
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ(বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ৫৪ জন ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচ	-	-

তৃতীয় অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ)

৪.১ ভূমিকা ঃ পরশুরাম উপজেলার এ পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় চাহিদার আলোকে উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাহমান সম্পদ সমূহ একত্রিত করে প্রকল্প গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন। পরশুরাম উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল উৎস হতে সম্পদ আহরন করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১। পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল;
২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
৩। উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের প্রকল্পের উৎস;
৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের অনুদান;
৫। ভূমি উন্নয়ন কর ১%;
৬। কাবিখা ও কাবিটা;
৭। দাতা সংস্থার অনুদান;
৮। বেসরকারী সংস্থার অনুদান;
৯। সমবায় সমিতি;
১০। অন্যান্য।

৪.২ উপজেলা পরিষদের (নিজস্ব) বিগত ৩ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল ঃ

	রাজস্ব তহবিল			উন্নয়ন তহবিল		
অর্থ বছর	**২০১৮-২২**	**২০২২-২০**	**২০২০-২১** (সম্ভাব্য)	**২০১৮-২২**	**২০২২-২০**	**২০২০-২১** (সম্ভাব্য)
টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	**৩৩.৮২**	**১০৩.৬৩**	**৫০.৫৯**	**৯৮.৭৩**	**৯৯.৬৬**	**২১৭.১৭**

৪.৩ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সম্পদ ঃ ২০২১-২০২২

ক্র. নং	বিভাগের নাম	উন্নয়ন বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	রাজস্ব বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট
১	জন প্রশাসন	-	৩৮.২০	৩৮.২০
২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫১.০৩	৩০৮.৬১	৩৫৯.৬৪
৩	কৃষি ব্যবস্থা ও সেচ	৭.৪৩	১৪১.১২	১৪৮.৫৫
৪	প্রাণি সম্পদ	-	৪৯.৭৮	৪৯.৭৮
৫	পরিবার পরিকল্পনা	৭৭.৯০	১৬৩.৬৬	২৪১.৫৬
৬	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল	৪১০.৯৮	৪১.১৩	৪৫২.১১
৭	মৎস্য	৬.০৮	১০.০৮	১৬.১৬
৮	মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০.৭৬	১২.৮৬	১১৩.৬২
৯	প্রাথমিক শিক্ষা	১০৫.২৩	৯৭৬.৯০	১০৮২.১৩
১০	সমাজসেবা	-	৭৩.৪৫	৭৩.৪৫
১১	যুব উন্নয়ন	১.৮২	১২.৩৬	১৪.১৮
১২	পল- ী উন্নয়ন		৯.০৩	৯.০৩
১৩	প্রকল্প বাস্ড়বায়ন	৯৬৯.০৫	৬.২৮	৯৭৫.৩৩
১৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	১২.৭২	২২.৪০	৩২.১২
১৫	মহিলা বিষয়ক	-	১২.৯৬	১২.৯৬
১৬	সমবায়	-	৯.৩৩	৯.৩৩
১৭	বন ও পরিবেশ	-	-	-
	মোট=	১,৭৪৩.০০	১,৮৮৫.১৫	৩৬২৮.১৫

পরশুরাম উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যার ধরণ	সমস্যাসমুহের বিবরন			চলমান কার্য্যবলী	২ বছর অবশিষ্ট সমস্যা	যে সকল কার্য্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
		অবস্থান	পরিমান	কারন			
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন	পরশুরাম উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন	২৬,০০ টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারণা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার ,ট্রান্সপ্যান্টার ,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব।	আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৫টি দলে মোট ৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক াকাওে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২। রাজস্ব খাতের অর্থায়নে নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারনে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে	বানিজ্যিকীকরনের প্রসার ঘটবে না।	৫০ টি কৃষক পরিবারকে ফলা চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৪০ মিটার সেচ নালা পাকা করা যেতে পারে। ৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ৪টি ইউনিয়ন পরিষদের উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের কক্ষে আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে সেবা গ্রহীতাগনের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	পরশুরাম উপজেলার ০৪টি ইউনিয়ন	২২০০ জন ঋণ প্রহীতা	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	২২০০ জন ঋণ প্রহীতা	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়ের টয়লেট ও মিলনায়তনের সংস্কার করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব , প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে	পরশুরাম উপজেলার ০৪টি ইউনিয়ন	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো সমস্যা, আসবাবপত্র সংকটের কারনে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রতি বছর ২৪০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও ব-ক বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	৪২০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন	১। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ জন নারীর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ১৫ জন নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যার ধরণ	সমস্যাসমুহের বিবরন			চলমান কার্য্যবলী	২ বছর অবশিষ্ট	যে সকল কার্য্যক্রম গ্রহন করা
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন	অবস্থান	পরিমান	কারন	উপজেলা প্রানীসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগী, কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে। ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে ৩। মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে	**২ বছর অবশিষ্ট সমস্যা**	**যে সকল কার্য্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে অর্থ বছর ২০২২-২০২৩**
		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৬০ হাজার পরিবারের পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী ,কবুতর ও হাঁস ।	গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ, ছাগন ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, হাঁস ও কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে ২। ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ৫২১২ ল্যাট্রিনবিহী ন পরিবার ও ২৯৫৪ টি পরিবারে নলকূপবিহী ন।	১।আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২।দরিদ্র পরিবার সমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। ৪। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লকের অভাব রয়েছে।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ১৮টি কমিউনিটিতে পাইপ লাইন পানির উৎস স্থাপন, উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ২০৮টি নলকূপ	৫২১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে	১। উপজেলায় ১০০০ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে

খাত	সমস্যার ধরণ	সমস্যাসমুহের বিবরন			চলমান কার্য্যবলী	২ বছর অবশিষ্ট	যে সকল কার্য্যক্রম গ্রহন করা
মৎস	গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় মৎস্য চাষিদের মাছ উৎপাদন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে	**অবস্থান**	**পরিমান**	**কারণ**			**যে সকল কার্য্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে অর্থ বছর ২০২২-২০২৩**
		উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৪৯০ জন মৎস্য চাষী।	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। "ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানিক ২৩০ জন মৎস চাষিকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণের প্রদান করা হচ্ছে। ২। "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" মাধ্যে ৭টি জলাশয় (৫.১২হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে	৩৪৯০ জন মৎস চাষিকে প্রশিক্ষণ পাবে ন	১৭০ জন মৎস্য চাষির জন্য বাড়িতে মাছের খাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। টেকসই মাছ উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য মৎসজীবিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নন্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম	অত্র উপজেলার ৩৮টি বিদ্যালয়, ২৬টি মাদ্রাসা, ৮টি কলেজ	১৭৬ জন শিক্ষক ও ৫৪ জন কর্মচারী	। ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান, এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই	৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও ৬৩ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারণা কমে যাবে।	৪০ টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের ইংরেজী ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ । ২। ৫৪ জন কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

চতুর্থ-অধ্যায়
রুপকথা

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো রুপরেখা

১) উপজেলা পরিষদের খসড়া বার্ষিক পরিকল্পনায় ভৌত অবকাঠামের, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রস্তাবিত স্কীম প্রভৃতি পৃথকভাবে উল্লেখ থাকবে।

২) সরকারের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনার মূল দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে তা কিভাবে প্রতিফলিত হবে এবং সে লক্ষ্য অর্জনে এ পরিকল্পনা কিভাবে অবদান রাখবে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৩) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রকল্পনায় প্রকল্প বা স্কীম গুলো সাজানোর পর তা উপজেলা পরিষদ সভায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নীতি ও কৌশলসমূহ অনুসরণ করতে হবে?

৪) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রকল্প বা স্কীমগুলো সাজানোর পর তা উপজেলা পরিষদ সভায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নীতি ও কৌশলসমুহ অনুসরণ করতে হবে।

৫) উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্প বা স্কীম ছাড়াও উপজেলা এলাকায় বাস্তবায়নাধীন জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনশক্তি উন্নয়ন, মহিলা, শিশুসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করবে।

৬) উপজেলার অন্তর্গত প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

পঞ্চম-অধ্যায়

বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

পরশুরাম উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে তার লক্ষ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণ করেছে যাতে উক্ত বছরে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উপজেলার রূপকল্প এবং পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যসমূহ, বার্ষিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective) এবং অভিষ্ট(Target) নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার ২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করেছে। উপজেলা পরিষদ ২০২২-২৩অর্থবছরে উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৩টি খাতের (যোগাযোগ , শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান) উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিশেষতঃ শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ গুরুত্বারোপ করেছে। উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জনের লক্ষ্যে নলকূপ প্রদান করা। উপজেলা পরিষদ এই অর্থবছরে দরিদ্র পরিবারের জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি পান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐসব পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে নরমাল ডেলিভারি বিষয়ক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা। যোগাযোগ খাতে উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলতি বছরের বন্যায় ভেঙে যাওয়া উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট সড়ক ও কার্লভাটসমূহ মেরামত, ড্রেন নির্মাণ ও সড়কের ভাঙ্গন রোধে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি করোনাজনিত কারনে চাকরিহারা বেকার যুবক যুবতীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে উপজেলা পরিষদ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ছক ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারন

ক্রঃ নঃ	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে স্কুল ঝরা পড়া রোধ করা।	শিক্ষা	১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গেট সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার আনুমানিক ৬,০০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে।
			১২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন	৩০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ
			১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৬০ জন শিক্ষককে বিষয় ভিত্তিক	১৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইংরেজীর উপর শিক্ষা প্রহণ

			ইংরেজী ও ক্লাসের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	নিশ্চিত হবে।
			মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে সাইকেল প্রদান করা ।	৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে
২	কৃষক , খামারি ও স্থানীয় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমজীবীদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে করে তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনমানের উন্নয়ন কর	কৃষি মৎস্য প্রানীসম্পদ	উপজেলার ১৫০ জন কৃষক, মৎস্যচাষীকে ও পশু খামারিদের মাঝে উপকরণ ও ওষুধ বিতরণ করা হবে।	উপজেলার ১৫০ জন মৎস্যচাষি, কৃষক ও খামারিদের আয় বৃদ্ধি পাবে ও জীবনমানের উন্নয়ন হবে
৩	মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে আগত রোগীদের জন্য প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা- নিরীক্ষার সুবিধা বৃদ্ধিকরন	

ষষ্ঠ-অধ্যায়

প্রকল্প সারসংক্ষেপ (বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪)

প্রকল্প সারসংক্ষেপ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে।প্রকল্প সার সংক্ষেপ এক নজরে আগামী বছরের বাস্তবায়নযোগ্য ও অগ্রাধিকারমূলক সকল প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। পরশুরাম উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়নে খাত ও অর্থায়নের উৎস ভিত্তিক প্রকল্প সার সংক্ষেপ তৈরী করেছে যেখানে প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন খাতের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে

প্রকল্পের বিবরণ				বিনোয়গ		তদারকী		
আইডি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	লক্ষমাত্রা	কাঙ্খিত সুবিধাভোগী	বাস্তাবয়ন সংস্থা	আনুমানিক ব্যয়	তহবিলেন উৎস্য	সম্পর্কিত সংস্থা	পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা
এডি ১.১	পরশুরাম উপজেলা মসজিদের ওযুখানা সংস্কার করন	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	৬০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি ১	পরশুরাম উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সরিষা বীজ ও সার বিতরণ	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
	অন্তপুর বড়বাড়ী ইবাদত খানার ওযুখানা ও নলকুপ স্থাপন	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি ২	উত্তর কোলাপাড়া ফকির বাড়ীর রাস্তা সলিং ও সিসি করন ।	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি ৩	৪নং বক্স মাহমুদ ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডে দক্ষিন কেতরাঙ্গা জয়নাল আবেদীন এর বাড়ীর পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান ।	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি ৪	দক্ষিন কোলাপাড়া চৌধুরী বাড়ী পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মান	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান

এডি ৫	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং সররাহ	১	ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা	এলজিইডি	১০০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	
এডি ৬	বাগমারা পাকা রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত সলিং	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২,০০,,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি -৬	চারিগ্রাম নুরুল ইসলামের বাড়ীর পাশ্বে ড্রেইন নির্মান	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	৩,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-৭	দক্ষিণ কেতরাঙ্গা বেতু মিয়া জমি হইতে কোম্বার পাড় ড্রেইন নির্মান	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-৮	মোহাম্মদপুর জালাল হুজুরের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	১,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-৯	খন্ডল কেন্দ্রীয় ঈদগাহের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	১,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১০	দক্ষিন গুথুমা হাফেজ আহম্মদের বাড়ীর রাস্তা সলিং করন	১	নারী, পুরুষ	এলজিইডি	২,১৫,৮৮১/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১১	দক্ষিন গুথুমা চান গাজী উচ্চ বিদ্যালয় ও খন্ডল দাখিল মাদ্রাসার অফিস ফার্নিচার সরবরাহ	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১২	উত্তর কেতরাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিকের ভাউন্ডারী ওয়াল নির্মান	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	১,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১৩	সাতকুচিয়া আবুবক্কর ছিদ্দিক জামে মসজিদ উন্নয়ন	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১৪	বীরচন্দ্রনগর লিচু বাগান হইতে খোকা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	১,৭৬,১১৯/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১৫	পূর্ব সাহেব নগর এলজিডি সড়ক হইতে মঞ্জুরুল আলম এর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	১,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১৬	মির্জানগর শাহাদাৎ হোসেনের স্কীমের ড্রেইন	১	পুরুষ,নারী	এলজিইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান

	নির্মান							
এডি-১৭	মহেষ পুষ্করনী ব্রীজের ওয়ারিঙ কোর্স, প্যালাওয়াল ও রং করণ	১	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-১৮	জয়ন্তীনগর এলজিডি সড়ক হইতে ছোয়াব মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই	২	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজিইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২২	দক্ষিন কাউতলী বারেক সাহেবের বাড়ীর রাস্তায় প্যারাওয়াল নির্মান	২	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজিইডি	১,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২০	পূর্ব সাহেব নগর মুগবুল ক্যাশিয়ারের বাড়ী থেকে এলজিডি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করন	২	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২১	সুবার বাজার ফাজিল মাদ্রাসার গেইট থেকে অফিস পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই	২	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২২	উত্তর ধনিকুন্ডা খোন্দকার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে সেচ ড্রেন নির্মান	১	ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা	এলজি্ইডি	৩,০০,০০০/ =	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২৩	রামপুর ইদু মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে সেচ ড্রেইন নির্মান	১	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২৪	পশ্চিম অলকা বড় বাড়ী আলী আকবরের বাড়ী হতে পুর্ব দিকে রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন	১	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	১,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২৫	উত্তর ধনিকুন্ডা বদু বাড়ী	১	পুরুষ,নারী,শিশু ,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান

	দুলাল মিয়ার বাড়ীর রাস্ত পুকুওে প্যালাসাইডিং স্থাপন							
এডি-২৬	দক্ষিন শালধর বাবুলের দোকান থেকে পশ্চিমদিকে রাস্তার বাকী অংশ ব্রীক সলিং	১	পুরুষ,নারী,শিশু,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	৫,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২৭	চিথলিয়া দুলাল ঠাকুরের বাড়ী রাস্তা সলিং ও ডালাই	২	পুরুষ,নারী,শিশু,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২৮	উত্তর শ্রীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্ৎকুল সড়ক ব্রীক্স সলিং	১	পুরুষ,নারী,শিশু,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-২৯	পশ্চিম অলকা আবদুল হাই বাড়ীর রাস্তা ব্রক সলিং	১	পুরুষ,নারী,শিশু,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	৩,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-৩০	দুর্গাপুর বাইতুন নুর জামে মসজিদের টয়লেট ও অজুখানা সংস্কার	১	পুরুষ,নারী,শিশু,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান
এডি-৩১	জগমোহনপুর মসজিদের বাথরুম ও প্রশ্রাব খানা নির্মান	১	পুরুষ,নারী,শিশু,বৃদ্ধ	এলজি্ইডি	২,০০,০০০/=	এডিপি	উপজেলা পরিষদ,এলজিইডি	বিদ্যমান